সংবাদ

তারিখ ৩১ MAY 2005
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

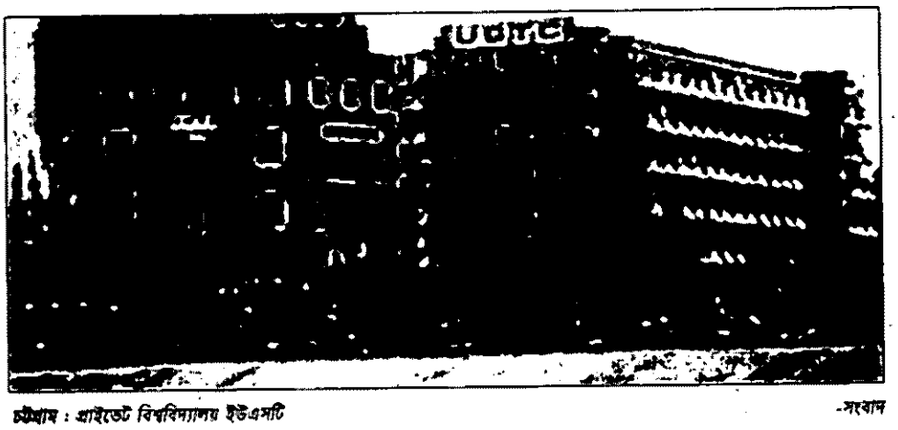

চট্টগ্রাম : প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইউএসটি -সংবাদ

চট্টগ্রামে ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে পাঠদান বিঘ্নিত

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক ও আসন সঙ্কটসহ নানা সমস্যায় চট্টগ্রামের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশী ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক টিউশন ফিস সাড়ে ৪ হাজার টাকা রাখা হলেও বিদেশীদের কাছ থেকে প্রায় ১২ হাজার করে টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ইউএসটিসি চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে এলেও কয়েক বছর ধরে শিক্ষক ও ক্লাসরুম সংকটসহ বিভিন্ন কারণে সেশনজটের কবলে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ফ্যাকাল্টির মধ্যে মেডিক্যাল অন্যতম। বাংলাদেশের ছাত্র ছাড়াও বিদেশ থেকেও প্রচুর ছাত্রছাত্রী এ মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে পড়তে আসে। কিন্তু আজ সে সুনাম প্রশাসনের দুর্নীতির কারণে ধুলোয় মিশে যেতে বসেছে।

প্রতি মেডিক্যাল কলেজে প্রতিবছর ছাত্র ভর্তি করা হয় ১৫০ জন। কিন্তু এখানে ভর্তি করা হয় ২২০ জন। ছাত্ররা জানায়, ক্লাস থাকলে তাড়াতাড়ি এসে বসার সিট দখল করে রাখতে হয়। দেরিতে এলে বসার জায়গা পাওয়া যায় না। পেছনে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। অনেক সময় পেছনেও দাঁড়াতে না পেরে অনেককে বেরিয়ে যেতে হয়। ছাত্ররা জানায় ১০ লাখের বেশি টাকা দিয়ে এখানে ভর্তি হলেও ক্লাসরুমে এসিসহ বসার সুযোগ পর্যন্ত তারা পায় না।

অভিযোগ রয়েছে, একবার বিএমডিসি থেকে অডিট করতে এলে ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে দেখানো হয়। চার গ্রুপে ২০জন করে মোট ৮০জন ছাত্র বাদে অন্যদের নোটিশ দেয়া হয় যাতে সেদিন তারা ক্লাসে না আসে। এ ব্যাপারে একদিনের জন্য নতুন রেজিস্ট্রি খাতাও তৈরি করা হয়। এদিকে দেশী এবং বিদেশী ছাত্রদের মাসিক বেতন নেয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিরাট পার্থক্য। বাংলাদেশী ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক বেতন নেয়া হয় সাড়ে ৪ হাজার। অন্যদিকে বিদেশী ছাত্রদের কাছ থেকে নেয়া হয় প্রায় ১২ হাজার টাকা। ভর্তির ক্ষেত্রে এখন প্রশাসন বেছে নিচ্ছে বিদেশী ছাত্রদের। প্রায় প্রত্যেক ব্যাচে বাংলাদেশী ছাত্রদের চেয়ে বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা বেশি। এ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ১৬তম ব্যাচে। ১৬তম ব্যাচে বাংলাদেশী ছাত্র সংখ্যা ৭ জন এবং অন্য সবাই বিদেশী। ছাত্ররা জানায়, কোন বিষয় নিয়ে এখানে আন্দোলন করা যায় না। আন্দোলন করলেই শিক্ষকরা তাদের ব্ল্যাক লিস্ট করে। এর প্রভাব পড়ে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে। ছাত্ররা অভিযোগ করে বলে, মেডিক্যাল কলেজের নিয়ম অনুযায়ী মেডিক্যালের একজন রোগীর বিপরীতে ৫ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। কিন্তু এ মেডিকালে রোগীর শয্যা সংখ্যা ২৫০টি। রোগীদের অর্থ আত্মসাৎ, রক্ত চুরিসহ নানা দুর্নীতির কারণে রোগীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। ফলে রোগীদের নিয়ে ক্লাস কার্যক্রম চালানো সম্ভব হচ্ছে না।